পুলিশী নির্যাতনে নিহত কৃষকের লাশ দাবি পূরণের আশ্বাসে গভীর রাতে দাফন

চকরিয়া থানা টাউটবাটপাড়ের আখড়া, জোট আমলের ধারা অটুট॥ ওসি বদলি

স্টাফ রিপোর্টার, কক্সবাজার ॥ দীর্ঘদিন ধরেই দালাল আর টাউট-বাটপাড়ের একটি আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়েছিল কক্সবাজারের চকরিয়া থানাটি। সেই বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে এ থানাটির কর্মকাণ্ড চলেছে কারারুদ্ধ সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের নির্দেশে। যার ধারাবাহিকতা থেকে থানাটি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি বলে দাবি উঠেছে নানা মহল থেকে। এমনকি জোটের দুঃশাসনপরবর্তী সময়ে প্রতিমন্ত্রী এবং তার হোমড়াচোমড়াদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের ব্যাপারে পুলিশ তেমন জোরালো তদন্ত পর্যন্ত করা থেকে বিরত ছিলেন বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে। আর এ সবের ব্যাপারে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় থানাটির অভ্যন্তরে নানাবিধ অন্যায় কর্মকাণ্ডের ঘটনাও বেপরোয়া রূপ নেয় বলে মনে করেন চকরিয়ার সচেতন মহল। এদিকে চকরিয়া থানা পুলিশের বেধড়ক পিটুনিতে গত বুধবার দিবাগত রাতে নিহত কৃষক সিরাজুল ইসলামের লাশ শুক্রবার গভীর রাতে দাফন করা হয়েছে। এর আগে নিহত সিরাজুল ইসলামের আত্মীয়স্বজন এবং চকরিয়ার ক্ষুব্ধ জনতা তিন দফা দাবিতে একটানা ৫০ ঘণ্টা লাশ দাফনে বিরত ছিলেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত চকরিয়া থানার ওসি রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও থানার দারোগা হাফিজের গ্রেফতার, হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং লাশের পূর্ণময়নাতদন্তের দাবিতে লাশ দাফন না করে বিক্ষোভ করে আসছিলেন। যৌথবাহিনীর কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষুব্ধ জনতার দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে শুক্রবার গভীর রাতে নিহত কৃষকের লাশ দাফনে সম্মত হন। তবে শনিবার সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চকরিয়ায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। চকরিয়া থানার ওসিকে শনিবার রাতে এ ঘটনায় খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে। দারোগা হাফিজকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিহত কৃষকের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হলেও এ পর্যন্ত সেই রিপোর্টও মিলেনি। তদুপরি যে আদম বেপারী শাহ আলমের জন্য এত বড় ঘটনাটি থানায় সংঘটিত হয়েছে সেই প্রতারক আদম বেপারীর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তার বিরুদ্ধে নেয়নি কোন মামলা এবং তাকে গ্রেফতারও করেনি। ওল্টো পুলিশ কর্তৃক কৃষক হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ করায় স্থানীয় দেড়-দু'শ' লোকের বিরুদ্ধে পুলিশ থানায় একটি মামলা রেকর্ড করায় স্থানীয় এলাকাবাসী আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। এদিকে শনিবার কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমাম হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নিহত ব্যক্তির পিতা পুলিশের বিরুদ্ধে যে হত্যা মামলা দায়ের করেছে তার তদন্ত চলছে। তদুপরি ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই সব ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে কক্সবাজারের চকরিয়া থানায় একের পর এক সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি উত্থাপিত হয়েছে। এলাকার ভুক্তভোগী লোকজন জানিয়েছেন, চকরিয়া থানাটিতে শতাধিক টাউট-বাটপাড় শ্রেণীর লোক রয়েছে। তবে থানার পুলিশ দাবি করেছে মাত্র ১৮ টাউট-বাটপাড়ের কথা। তাদেরও একটি তালিকা রয়েছে থানায়। তালিকাভুক্ত টাউটরা একদিনের জন্যও থানা থেকে বিতাড়িত হয়নি। এ সব টাউটের মধ্যে অনেকেই প্রচুর টাকাপয়সার মালিকও রয়েছে। এমনকি লাইসেন্সধারী অস্ত্র রয়েছে এমন লোক পর্যন্ত টাউটদের তালিকায় আছে। এ সব টাউট-বাটপাড়ের কথার বাইরে যেতে পারে না থানার অফিসার থেকে সিপাইরাও– তারা এ রকমই একটি পরিস্থিতি সেখানে জিইয়ে রেখেছে। গত বুধবার রাতে পুলিশের নির্যাতনে নিহত কৃষকের ঘটনার নেপথ্যেও থানার কতিপয় টাউট-বাটপাড়ের ভূমিকার কথা লোকমুখে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। তারাই পুলিশকে আদম বেপারীর পক্ষাবলম্বন করার জন্য কাজ করেছে নেপথ্যে। এ কারণেই এত বড় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় লোকজনও তাদের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা টাউট-বাটপাড়রা নানা কৌশলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। তারা এমনভাবে চলে যাতে করে কেউ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে। আর এসব টাউটই থানার দারোগাদের নষ্ট কাজের অন্যতম হোতা হিসাবেও ভূমিকা রাখে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কারণেই বার বার ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। মূলত বিগত জোটের আমলে চকরিয়া থানায় সৃষ্ট এ রকম পরিস্থিতির দিকে উর্ধতন কর্মকর্তাদের তেমন একটা নজর না পড়ায় এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। চকরিয়ার ভুক্তভোগী লোকেরা এক্ষুণি থানাটির দীর্ঘদিনের চলমান অনিয়ম দুর্নীতির ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।